কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 16 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

দুইটি বইয়ের পাঠোন্মোচন

ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান কামাল লোহানীর বইয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

কামাল লোহানীর জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে রচিত গ্রন্থ দুইটি সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান আমাদের জাতীয় ইতিহাস বিনির্মাণে পথ দেখাবে; স্বাধীনতার ঘোষণার অহেতুক বিতর্কের অবসানেও ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিশিষ্টজনরা।

গতকাল রবিবার শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা গ্যালারি মিলনায়তনে সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানীর 'মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার' এবং 'যেন ভুলে না যাই'-এর পাঠ উন্মোচন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট আলোচকরা এসব কথা বলেন।

ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। আলোচনায় অংশ নেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক আশফাকুর রহমান খান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ। অনুষ্ঠানে অনুভূতি ব্যক্ত করেন কামাল লোহানী। স্বাগত বক্তব্য দেন দেশ পাবলিকেশন্সের প্রকাশক অচিন্ত্য চয়ন।

অনুষ্ঠানে ড. আনিসুজ্জামান বলেন, "কামাল লোহানীর 'মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার' বইটি পড়েছি। এ বইয়ে আমি প্রথমবারের মতো সিরাজগঞ্জের জয় বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে জেনেছি। সে সঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পূর্বাপর বিবরণ গ্রন্থটিতে রয়েছে। সেই সঙ্গে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। এ তথ্য থেকে শেখার-বোঝার অনেক বিষয় আছে।"

কামাল লোহানী বলেন, 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র অনেক বইয়ে রয়েছে, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনেক বইয়ের অধ্যায়েও উঠে এসেছে। তবে আমার মনে কিছু দ্বিধা ছিল, সব কথা বলা হচ্ছিল না। সে চিন্তা থেকেই এ বইটি লেখা। যাতে অনেক অপ্রিয় সত্য কথাও উঠে এসেছে।'

দেশ পাবলিকেশন্সের আয়োজনে এ পাঠোন্মোচন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দেশ পাণ্ডুলিপি পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০১৪ সালের দেশ পাণ্ডুলিপি পুরস্কার দেওয়া হয় বিকাশ মজুমদার, চারু হক, হাসান জাহিদ, অরুণ কুমার বিশ্বাস, মুহাম্মদ বদরুল আলম, মাসুদ পারভেজ ও রিপনচন্দ্র মল্লিককে।

২০১৫ সালের দেশ পাণ্ডুলিপি পুরস্কার দেওয়া হয় কামাল লোহানী, সুমন্ত আসলাম, অদ্বৈত মারুত, তুষার কবির ও লিটন মহন্তকে। কবিতা আবৃত্তি ও গানের সমন্বয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানকে দেশ সাহিত্য উৎসব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।